সেনা কল্যাণ সংস্থা

সশস্ত্র বাহিনীর প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত/শহীদ/ মৃত সদস্যদের অসহায় পত্নীদের দুঃস্থ ভাতার আবেদনপত্র

১ম পরিচ্ছেদ

(প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত/শহীদ/মৃত সদস্যদের পত্নী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

১। আবেদনকারিনীর নাম ঃ .....

২। আবেদনকারিনীর স্বামীর নং ঃ ..... পদবী ঃ .....

নাম ঃ ..... কোর/রেজিমেন্ট ঃ .....

ভর্তির তারিখ ঃ ..... অবসরের তারিখ ঃ .....

অবসর গ্রহণের কারণ ঃ .....

মৃত্যুর তারিখ ঃ .....

৩। আবেদনকারিনীর বর্তমান বয়স ঃ ..... (জন্ম তারিখ অনুসারে)

৪। স্থায়ী ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা ঃ ..... পোষ্ট ঃ .....

থানা/উপজেলা ঃ ..... জেলা ঃ .....

৫। বর্তমান ঠিকানা ঃ গ্রাম/মহল্লা ঃ ..... পোষ্ট ঃ .....

থানা/উপজেলা ঃ ..... জেলা ঃ .....

৬। পরিবারের তালিকা (সন্তান/সন্ততি)

নাম	সম্পর্ক	জন্ম তারিখ	পেশা	বর্তমান অবস্থান/ একান্নভুক্ত/আলাদা

৭। সম্পত্তির বিবরণ ঃ .....

ক। জমির পরিমাণ ঃ .....

খ। স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি ঃ .....

৮। পেনশন ভাতার পরিমান (পেনশনভূক্ত হইলে ব্যাংক শাখার নাম ও হিসাব নং উল্লেখ করিতে হইবে) ঃ .....

.....

৯। আবেদনকারিনীর বর্তমান পেশা ঃ .....

১০। আবেদনকারিনীর সর্বমোট আয়ের পরিমান ঃ .....

১১। আবেদনকারিনীর সত্যায়িত পাসপোর্ট সাইজের ছবি, পুনঃবিবাহে আবদ্ধ হন নাই,শহীদ/মৃত স্বামীর প্রমাণপত্র, সংযুক্ত করিতে হইবে।

প্রত্যায়ন পত্র

"আমি এই মর্মে ঘোষনা করিতেছি যে, উপরোক্ত তথ্যাদি সম্পূর্ণ সত্য এবং কোন প্রকার তথ্য গোপন করি নাই। প্রদত্ত তথ্যাদি মিথ্যা প্রমানিত হইলে আবেদনপত্র বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে"।

স্থান ঃ .....

তারিখ ঃ .....

(আবেদনকারিনীর স্বাক্ষর)

২য় পরিচ্ছেদ
(সংশ্লিষ্ট রেকর্ড অফিস কর্তৃক পুরণ করিবেন)

১২। অত্র রেকর্ড অফিস কর্তৃক রক্ষিত শহীদ/মৃত সৈনিকের দলিল দস্তাবেজ যথাযথভাবে পরীক্ষা/নিরীক্ষা করিয়া নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উপর মতামত প্রদান করা হইলঃ

ক। সংশ্লিষ্ট সৈনিক মৃত্যুবরণ করিয়াছেন/জীবিত আছেন।

খ। আবেদনকারিনী সংশ্লিষ্ট শহীদ/মৃত সৈনিকের স্ত্রী।

গ। শহীদ/মৃত সৈনিকের স্ত্রী হিসাবে পেনশন পাইতেছেন/পেনশন প্রাপ্য নহেন।

ঘ। পুনঃবিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নাই/হইয়াছেন।

ঙ। প্রকৃত অসহায় ও দুঃস্থ পরিবার হিসাবে গণ্য/গণ্য নহেন।

চ। দুঃস্থ ভাতা পাওয়ার যোগ্য/যোগ্য নহেন

ছ। অন্যান্য মতামত ঃ .....

.....

.....

.....

স্থান ঃ .....
তারিখ ঃ .....
(সীলমোহর)

রেকর্ডস্ কর্তপক্ষ

অনুমোদিত হইল/হইল না

স্থান ঃ .....
তারিখ ঃ .....
(সীলমোহর)

দুঃস্থ ভাতা মঞ্জুরী/অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ

সেনা কল্যাণ সংস্থা প্রদত্ত দুঃস্থ ভাতার নিয়মাবলী

১। **কেবলমাত্র নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ দুঃস্থ ভাতা পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেনঃ**

ক। সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত/শহীদ/মৃত অফিসার, জেসিও, ওআর এবং এনসি(ই)দের অসহায় ও দুঃস্থ বিধবা পত্নীগণ।

খ। প্রাক্তন বৃটিশ, পাক-ভারতীয় মৃত সৈনিকদের দুঃস্থ পত্নীগণ।

গ। কেবলমাত্র বাংলাদেশের নাগরিকগনই অসহায় ও দুঃস্থ ভাতা পাওয়ার যোগ্য।

২। **নিম্নলিখিত ব্যক্তিগন দুঃস্থ ভাতা পাওয়ার যোগ্য নয় ঃ**

ক। সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী হইতে চাকুরীচ্যুত (Dismissed) সদস্যদের পত্নীগণ।

খ। প্রাক্তন রিক্রুটদের পত্নীগণ।

গ। উপার্জনশীল পত্নীগণ।

ঘ। পুনঃ বিবাহে আবদ্ধ পত্নীগণ।

৩। **আবেদনপত্র ঃ** সেনা কল্যান সংস্থা কর্তৃক সরবরাহকৃত আবেদনপত্র পেনশন/ডিসচার্জ বহি প্রদর্শন পূর্বক বিনামূল্যে সংশ্লিষ্ট জেলা সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড অথবা রেকর্ড অফিস হইতে সংগ্রহ করা যাইবে।

৪। **কিভাবে আবেদন করিতে হইবে**

ক। আবেদনকারিনী আবেদনপত্রের ১ম পরিচ্ছেদ সঠিকভাবে পুরণ করিয়া সংশ্লিষ্ট সনদপত্র সহ ২য় পরিচ্ছেদ পুরনের জন্য নিজ নিজ রেকর্ড অফিসে দাখিল করিবেন।

খ। সংশ্লিষ্ট রেকর্ড অফিস সমূহ প্রাপ্ত আবেদনপত্রগুলির তথ্য, সনদপত্র এবং রেকডর্স অফিসে রক্ষিত দলিল দস্তাবেজ অনুযায়ী পরীক্ষা/নিরীক্ষা করিয়া প্রকৃত অসহায় ও দুঃস্থ পত্নীদের নির্ধারণ পূর্বক মতামত সহ ২য় পরিচ্ছেদে ও আই সি (অফিসার-ইন-চার্জ) অথবা সিনিয়র রেকর্ড অফিসার কর্তৃক স্বাক্ষর করিবেন।

৫। **যাচাই ঃ** সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিস আবেদনকারিনীর নিম্নলিখিত দলিলপত্র যাচাই করিবেন ঃ

ক। আবেদনকারিনী সংশ্লিষ্ট প্রাক্তন/অবসরপ্রাপ্ত/শহীদ/মৃত সৈনিকের প্রকৃত স্ত্রী কি না তাহা রেকর্ডস অফিসে রক্ষিত দলিল দস্তাবেজ এর মাধ্যমে যাচাই করা।

খ। প্রাক্তন/শহীদ/মৃত সৈনিককের স্ত্রী হিসাবে পেনশন পাইতেছেন/পেনশন প্রাপ্য নহেন তাহা যাচাই করা।

গ। পুনঃবিবাহে আবদ্ধ হন নাই এই মর্মে প্রদত্ত সনদপত্র অনুযায়ী যাচাই করা।

ঘ। প্রদত্ত সনদপত্র যাচাই করিয়া দুঃস্থ ভাতা পাওয়ার যোগ্য কি না নিরুপন করা।

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত তথ্যাদি যাচাই সত্ত্বেও দুঃস্থ ভাতা মঞ্জুরী কমিটির চূড়ান্ত যাচাই করিবার অধিকার রহিয়াছে।

৬। **দুস্থ ভাতার বাৎসরিক হার ঃ** সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বয়স্ক ভাতার অনুরুপ বাৎসরিক জন প্রতি ৬০০০.০০ (ছয় হাজার) টাকা হারে এবং ডাক ও পোষ্টাল খরচ বাবদ এককালীন ১০০.০০ (একশত) টাকা মঞ্জুরী প্রদান।

৭। **দুস্থ ভাতার প্রেরণ পদ্ধতি ঃ** মঞ্জুরীকৃত টাকা (পূর্ণ বৎসর) সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস কর্তৃক নিম্মরুপ পদ্ধতিতে প্রেরণের ব্যবস্থা করিবেন (বৎসর গননা - জুলাই হইতে জুন)

ক। মঞ্জুরী প্রাপ্ত অসহায় ও দুঃস্থ বিধবাদের নামে অবিনিময়ে চেকের মাধ্যমে প্রেরন।

খ। সংশ্লিষ্ট আবেদনকারিনী যে ব্যাংক হইতে পেনশন উত্তোলন করেন সেই ব্যাংকের হিসাবের অনুকুলে অবিনিময়ে চেকের মাধ্যমে প্রেরন।

৮। **দুস্থ ভাতার নবায়ন পদ্ধতি ঃ** দুঃস্থ ভাতা মঞ্জুরী প্রাপ্তদের পুনরায় পরবর্তী বৎসরের জন্য আবেদন করার প্রয়োজন নাই। উক্ত ভাতা নবায়নের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুনঃ বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় নাই এই মর্মে পৌর/ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত সনদপত্র অবশ্যই প্রতি বৎসর ৩১শে মার্চ এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট রেকর্ডস অফিসে প্রেরণ করিতে হইবে।

৯। **প্রাপ্তি স্বীকার ঃ** প্রত্যেক দুঃস্থ ভাতা ভোগীকে টাকা প্রাপ্তির পর ভাতা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের চাহিদা অনুযায়ী অবশ্যই প্রাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে।

১০। **দুঃস্থ ভাতা বাজেয়াপ্ত করন ঃ** দুঃস্থ ভাতাভোগী কর্তৃক আবেদনপত্রে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ভূল তথ্য প্রদান বা প্রদত্ত সনদপত্র মিথ্যা বলিয়া প্রমানিত হইলে আবেদনপত্র বাতিল সহ মঞ্জুরী কমিটি কর্তৃক দুঃস্থ ভাতা বাতিল/বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবেন।

বিঃ দ্রঃ	উপরোক্ত যে কোন নিয়মের ব্যতিক্রম, ওভার রাইটিং ঘষামাজা, ছেড়া অথবা অসম্পূর্ন আবেদনপত্র মঞ্জুরী কমিটি কর্তৃক বাতিল করিতে পারিবেন